Sem I

স্পিনোজাকে অনুসরণ করে এক দ্রব্য এর গুণ গুণ ও গুণকর্ম দ্রব্যের সামঞ্জস্য অবস্থার মধ্যে সম্বন্ধ - অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা কর।

বেনেডিক্ট ডি স্পিনোজা (Benedict de Spinoza) (1632-77) পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে একজন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হিসেবে পরিচিত, দর্শনে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম Ethica, এছাড়াও তিনি লিখেছিলেন - The Principals of the Philosophy of Descartes (1670)। স্পিনোজা ডেকার্তের follower হিসেবেই পরিচিত কারণ তাঁর দ্রব্য সম্পর্কে দার্শনিক তত্ত্ব ডেকার্তের দ্রব্যতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, বহুদিন পর্যন্ত স্পিনোজাকে মনে করা হয়েছিল - Descartes made consistent। স্পিনোজা সম্পর্কে লাইবনিজের একটি বিখ্যাত মন্তব্য হল — স্পিনোজা only cultivated certain seeds of Descartes' Philosophy. তবে একথাও ঠিক যে স্পিনোজা ডেকার্তের উত্তরসূরী দার্শনিক হলেও তাঁর দ্রব্যতত্ত্ব ডেকার্তের থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।

ডেকার্তের দ্রব্যতত্ত্ব দ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। দ্রব্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে ডেকার্ত বলেছেন - Independence is the criterion of substantiality অর্থাৎ স্বনির্ভরতা হল দ্রব্যের লক্ষণ, দ্রব্য হল তাই যা তার নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না। ডেকার্ত মনে করেছেন একটি দ্রব্য হল স্বয়ং ঈশ্বর যিনি দ্রব্যের এই লক্ষণ যথাযথভাবে পূরণ করতে পারেন, কিন্তু দ্বৈতবাদ আলোচনায় থেকে ডেকার্ত চরম দ্রব্য ও আপেক্ষিক দ্রব্যের পার্থক্য করায় আপেক্ষিক দ্রব্য জড় ও মন চরম দ্রব্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, ফলে ডেকার্তের দ্বৈতবাদ তাঁর দ্রব্যের লক্ষণ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

স্পিনোজা ডেকার্তের দ্রব্যতত্ত্বের এই অসঙ্গতিগুলোর সমাধান সূত্র হিসেবে একত্ববাদ বা Monism-এর মধ্য দিয়ে দ্রব্যের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এই একত্ববাদের মধ্য দিয়ে তিনি unity of all things প্রতিপাদন করেছেন, স্পিনোজা গাণিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করে তার দ্রব্যতত্ত্বের মধ্য দিয়ে

দেখাতে চেয়েছেন যে একটি অসীম দ্রব্য থেকে সকল চিন্তন ও অঙ্গবিস্তৃতি নিঃসৃত হয়। এই এক ও অদ্বিতীয় দ্রব্য হল ঈশ্বর। তিনি একটি একটি চরম সত্য থেকে তাঁর দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ করেছেন যার থেকে অবশ্যম্ভাবী অন্য সবকিছু নিঃসৃত করা যায়।

দ্রব্যের লক্ষণে স্পিনোজা বলেছেন — That which is in itself and is conseed through itself is substance - অর্থাৎ যা কেবলমাত্র নিজের উপর নির্ভরশীল এবং কেবলমাত্র নিজের মাধ্যমেই যার ধারণা হতে পারে। অর্থাৎ যার জ্ঞানের জন্য আমার কোনো বস্তুর জ্ঞান আবশ্যিক নয় তাই (পরম) দ্রব্য। অর্থাৎ স্পিনোজার মতে দ্রব্য হল causa sui. দ্রব্য নিজেই নিজের কারণ। স্পিনোজা যেভাবে দ্রব্যের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন তা থেকে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় —

1) দ্রব্য আমার কোনো দ্রব্য অথবা অন্য কোন শক্তির দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে না। (causa sui) (self caused)

2) দ্রব্য অবশ্যই অনন্ত হবে কারণ অনন্ত না হলে একে সীমিত করতে পারে এমন আরেকটি বস্তু স্বীকার করতে হবে এবং দ্রব্য সেই বস্তুর উপর নির্ভরশীল হবে।

3) দ্রব্য কেবলমাত্র একটিই হবে একাধিক নয় কারণ দুই বা অনেক দ্রব্য থাকলে তাদের অন্যান্যের সীমিত হবে।

4) দ্রব্য বা ঈশ্বরের ধারণাটি অসীমের ধারণা (Infinite) এবং যা অসীম তা অবশ্যই অবিভাজ্য।

5) দ্রব্য বা ঈশ্বর আকস্মিক বা সম্ভাব্য নয়, দ্রব্য অবশ্যম্ভাবী।

6) অসীম ও অনন্ত দ্রব্য বা ঈশ্বর পরম অসীম শক্তির অধিকারী এবং সেই শক্তির বলে দ্রব্য বা ঈশ্বর নিজ অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে।

7) দ্রব্য মুক্ত বা বন্ধনহীন কারণ এটি অন্য কোনো কারণের প্রভাবহীন নয়।

৪) দ্রব্য নিত্য ও শাশ্বত। এক ও অনন্য দ্রব্য অনেক
অংশযুক্ত হলে প্রতিটি দ্রব্যও অভিন্ন হলে অবিনাশী
হবে। এই এক ও অনন্য দ্রব্য তার অস্তিত্বের জন্য
যেহেতু অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়,
এই দ্রব্যের কোনো সৃষ্টি নেই এবং ধ্বংস নেই। তাই
এই দ্রব্য নিত্য ও শাশ্বত।

৫) দ্রব্য বা ঈশ্বর পরিবর্তনহীন এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ,
দ্রব্য স্বয়ং সম্পূর্ণ না হলে অপূর্ণ হবে, অপূর্ণ হলে
তা খণ্ডিত ও সীমিত হবে। কিন্তু স্পিনোজার দ্রব্য
যেহেতু নিজেই নিজের কারণ, সেইজন্যই দ্রব্য
নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ। সুতরাং সম্পূর্ণ দ্রব্য কালাতীত
হওয়ায় তার উৎপত্তি নেই বৃদ্ধি নেই বিনাশও
নেই তাই ওর মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই
দ্রব্য বা ঈশ্বর অপরিণামী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

স্পিনোজার ঈশ্বর বা দ্রব্য আলোচনা সূত্রে বলতে পারি
যে ঈশ্বর মূর্তি তা নয়। তত্ত্বের লক্ষণানুযায়ী স্পিনোজা
মনে করতেন বিশ্বসংসারে এমন একটি এমন কোনো
শক্তি আছে যা নিজেই নিজের কারণ, এই শক্তি
হল ঈশ্বর, এই অর্থে শক্তি হল জগৎ আবার
তাই হল বিশ্বপ্রকৃতি। এই অর্থে স্পিনোজার দ্রব্যতত্ত্ব
একত্ববাদে পরিণত হয়েছে। ঈশ্বরই জগৎ, জগৎই
ঈশ্বর, ঈশ্বরই প্রকৃতি, প্রকৃতিই ঈশ্বর, ঈশ্বরই দ্রব্য,
দ্রব্যই ঈশ্বর, ফলে দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ = প্রকৃতি।

স্পিনোজার মতে, ঈশ্বরই হলেন Fundamental
Reality in the Univers, ঈশ্বর হলেন সমস্ত প্রকৃতির
অন্তর্নিহিত কারণ এবং সেই ভিত্তি, স্পিনোজা
ধর্ম বিশ্বাসী হলেও বিজ্ঞান নির্ভর ছিলেন। প্রকৃতির
নিয়মের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত শক্তিকে
স্বীকার করতেন, ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করেননি।
তিনি নিজেই জগৎ, নিজেই বিশ্বপ্রকৃতি। ঈশ্বর
যেহেতু পূর্ণ তিনি All inclusive। এক
থেকে অনেক — ঈশ্বরের মধ্যে থেকে বহু বিকার
নিঃসৃত হয়েছে এখানে স্পিনোজা সৃজন
প্রকৃতি এবং সৃষ্ট প্রকৃতি এই দুটি বিষয়ের কথা

দ্রব্য ও ঈশ্বরের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন। ঈশ্বর হলেন 'স্রষ্টা প্রকৃতি', অসীম গুণসম্পন্ন অসীম দ্রব্য, যার মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রকাশমান শক্তি। অপর দিকে সৃষ্ট প্রকৃতি হল আমাদের এই জগৎ, অনন্ত গুণসম্পন্ন দ্রব্য বা ঈশ্বরের প্রকারভেদ-এর স্তূপ। বলা যেতে পারে দ্রব্যের দুটি রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত। সৃষ্ট প্রকৃতি হল দ্রব্যের ব্যক্ত রূপ এবং জগতের অন্তর্নিহিত শক্তি রূপে স্রষ্টা প্রকৃতি ঈশ্বর হলেন দ্রব্যের অব্যক্ত রূপ। তবে ঈশ্বরবাদের যে অভিজ্ঞতা গ্রাহ্য বিচিত্রতার জগতকে স্পিনোজা ঈশ্বরের সাথে অভিন্নরূপে গণ্য করেছেন এবং বিশেষ অর্থে গ্রহণ করেছেন পরিণামী অবস্থা সমূহের অন্তরালে অপরিণামী, অসীম দ্রব্যের উপস্থিতি।

স্পিনোজার দ্রব্য বা ঈশ্বরকে সাধারণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সরাসরি উপলব্ধি করা যায় না। এই জন্য অনন্ত গুণ বিশিষ্ট, অসীম ব্যক্তি কেবলমাত্র দুটি গুণ জানতে পারে, একটি চেতনা অপরটি বিস্তার, বিস্তার ও চেতনা দ্রব্যের দুটি সমান্তরাল বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ স্পিনোজার দ্রব্য বা ঈশ্বর একদিকে বিস্তারযুক্ত অপরদিকে চেতনা সম্পন্ন সত্ত্বা। চেতনা ও বিস্তারের স্বরূপ স্বতন্ত্র, তারা একে অপরকে প্রভাবিত করে না, দুটি সমান্তরাল রেখার মত দ্রব্যের মধ্যে তাদের উপস্থিতি-আছে। স্পিনোজার এই মতবাদকে মন ও

সংজ্ঞায় স্পিনোজা বলেছেন যা আমাদের বুদ্ধি উপাদানের স্বরূপ নির্ধারণে প্রত্যক্ষ করে তাই হল গুণ। স্পিনোজার মতে অসীম দ্রব্যের গুণও হবে অসীম, যদিও ঈশ্বরের মত সর্বতোভাবে তারা অসীম নয়। বিস্তার ও চেতনা স্বক্ষেত্রে অসীম। বিস্তারের সীমানা কেবল বিস্তারের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। চেতনার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে নির্বিশেষ দ্রব্য কীভাবে সগুণ বা সবিশেষ হয়, স্পিনোজার মতে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে দ্রব্যকে যখন গুণবিশিষ্ট বলা হচ্ছে তখন সেই গুণগুলি কি বিষয়গত না বস্তুগত, ভাববাদীদের মতে গুণ হল আরোপিত ধর্ম, দ্রব্য স্বরূপত গুণময় নয়। বস্তুবাদের মতে গুণগুলি দ্রব্যের বিষয়গত ধর্ম। গুণের সংজ্ঞায় স্পিনোজা বলেছেন আমাদের বুদ্ধি দ্রব্যকে যা প্রত্যক্ষ করে তার স্বরূপ নির্ণায়ক হিসাবে তাই গুণ।

স্পিনোজা মনে করেন যে বিস্তার এবং চেতনা এই দুটি গুণ দ্রব্যের স্বরূপ। কিন্তু ঈশ্বরের গুণ অসীম, কারণ ঈশ্বরের বহু অভিব্যক্তির কোথাও সমাপ্তি হয় না। স্পিনোজা তাঁর বিশেষ তত্ত্বের দ্বারা এক থেকে অনেকের নিত্য ভেদ অভিন্নত্বে বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষের সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন বিশেষ দ্রব্যের রূপান্তর, অথবা যা অন্য কিছুতে অবস্থান করে এবং যার ধারণা দ্রব্যের ধারণা ব্যতীত সম্ভব নয় তাই বিশেষ, দ্রব্যের বিশেষ অন্য কোনো সাহায্যে নিয়ত হয় না তা নিঃসৃত হয় দ্রব্যের গুণ থেকে। এখানে অর্থাৎ বস্তুর আকার, বিস্তার ও চেতনা এই দুটি গুণ থেকে নিঃসৃত হয়, চৈতন্যের বিশেষ হিসেবে Understanding and will অর্থাৎ বোধ শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, বিস্তারের বিশেষ বা অবস্থা হল স্থিতি এবং গতি (Rest & Motion),

জগতে যাবতীয় বোধশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি স্থান থেকে আসে না, জগৎ অন্তর্নিহিত চেতনা নিমিত্ত হন এই সকল বিকারকে প্রকাশ করে। কিন্তু তেমনি জগতের যাবতীয় স্থিতি এবং গতি সমন্বয় বস্তু বিস্তার নামক গুণের মধ্য থেকে প্রকাশিত হয়। চেতনার বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি এবং বিস্তারের গতি ও স্থিত হল অসীম ও অসীম বিকার। অপরদিকে গতি ও স্থিতির যে অবস্থার প্রকৃতি-রূপ যেমন গাছ, পাথর, প্রাণীদেহ ইত্যাদি এগুলি হল বিস্তারের অসীম ও সসীম বিস্তার গুণের বিকার। এগুলি জগতের মূর্তরূপ। অপরদিকে সুখ, দুঃখ, আশা ইত্যাদি যাবতীয় চেতন ক্রিয়াগুলি সসীম ও অসীম বিকার এই সসীম বিকার পরিবর্তনশীল।

এখানে ফলকেনবার্গ এবং হোয়াইটহেড একথা স্বীকার করে বলেছেন যে বিকারের জগতকে অবাস্তব বা অলীক বলা যাবে না যে দ্রব্য বা ঈশ্বরের অন্তর্-নিহিত এবং আবশ্যিক। এই বিকারগুলি অসংখ্য এবং এক ও অনন্য ~~দ্রব্য থেকে~~ দ্রব্যের বিভিন্ন রূপের প্রকাশক। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হল এক ও অনন্য ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিয়ে পরিবর্তনশীল প্রকরণগুলো জগতে বৈচিত্র্য ও বিনাশশীল জগতের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হননি।

৫

(২) সৃজনী প্রকৃতি ও সৃষ্ট প্রকৃতি অর্থাৎ দ্রব্য বা ঈশ্বর বা পরিণামী বিকারের সম্বন্ধ ও ভেদ। স্পিনোজার এই অভিমতের মতটি সমালোচিত হয়েছে। এক আছে, অসীম দ্রব্য বা ঈশ্বর থেকে

কেন বিকারের জগৎ নিঃসৃত হল বা উৎসারিত হল, কারণ তিনি এই কেন, প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। কেবল একথাই বলেছেন যে জ্যামিতি প্রযুক্তি নিয়মে যেহেতু ত্রিভুজত্ব থেকে ত্রিভুজাবলী অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় তেমনি দ্রব্য বা ঈশ্বরের নিয়মে বিকারের জগৎ ও অনিবার্যভাবে উৎসারিত হয়। অনেকে মনে করেন যে স্পিনোজার এই বক্তব্য যে বিকারের জগৎ অপরিণামী দ্রব্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত তা হলে বলতে হয় যে সেই সকল বস্তু তাদের উৎসমূলের মত অপরিণামী হবে কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের জগৎ পরিবর্তনশীল। সেকারণে বলা হয় স্পিনোজা এই গতি ও বিকাশশীল জগতের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি,

(3) স্পিনোজা তার বিকারতত্ত্বের মাধ্যমে জগৎমিথ্যাবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিকারের জগৎ-এর সব কিছু যদি দ্রব্য ও ঈশ্বর নির্ভর হয় তাহলে একমাত্র, সেই সত্যকাম হয় এবং অন্যসবকিছু অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়।

(4) স্পিনোজা একত্ববাদ স্বীকার করেছেন। দ্রব্য এক ও অনন্য। যেহেতু দ্রব্য ভিন্ন অন্যকোন সত্তা অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কিন্তু স্পিনোজার বিরুদ্ধে একটি জোরালো সমালোচনা হল দ্রব্য নির্বিশেষ, তা স্বরূপত অভেদ যা অভেদ তা শূন্যতা ছাড়া কিছু নয়। এরূপ উপাদানহীন শূন্যসত্তা থেকে শূন্য ছাড়া আর কিছুই উৎসারিত হতে পারে না। স্পিনোজা তাঁর মূল অভিপ্রায় অর্থাৎ দ্রব্যতত্ত্বে বিবিক্ততার দিকে ভেদশূন্য এক ও অখণ্ড সত্তার

পরিণত করতে পারলেও কিভাবে যে
এক থেকে বিভিন্নতার ও নানা জগতের
আবির্ভাব হয়। তা কোন গ্রহণযোগ্য
ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। এই সমস্যা
বলা হয়: "স্পিনোজা একেই হেগেল
ঈশ্বরকে নির্বাসন দিয়েছেন" অথবা "ঈশ্বর
বিনিময়ে একেবারে অশুদ্ধ দীক্ষায় করেছেন",
স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ তত্ত্ব অনুসারে সর্বেশ্বর,
"~~[illegible]~~ God is all, All is God এজন্য
বলা স্পিনোজার তত্ত্ব Pantheism
মতবাদ পরিণত হয়েছে। তাঁকে অনেকে
ঈশ্বর প্রেমে নিবিড় মাতাল বলেন।
তিনি জগতের সমস্তকিছুর মাঝে ঈশ্বর
প্রত্যক্ষ করেন এবং ঈশ্বর ছাড়া আর
কিছুই সত্য হতে পারে না একথা বলে
তাঁরা জগতের সত্যতা অস্বীকার করেছেন।